গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
www.unoakhaura.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪২.১২৩৩.০০২.৩০.০১২.২৫- ৫০২   তারিখঃ ২৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.

জলমহাল পুনঃ ইজারা বিজ্ঞপ্তি (১৪৩২-১৪৩৪ বঙ্গাব্দ)

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি/ সম্পাদকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুন ২০০৯ তারিখের ভূ:ম:/শা-৭/বিবিধ(জল)/ ০২/২০০৯-১৯১/১(৬০০) নং স্মারকে প্রকাশিত সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সায়রাত-১ অধিশাখার ২৭/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০৩.২৫.১৩২ নং স্মারকের আলোকে আখাউড়া উপজেলাধীন ২০(বিশ) একর পর্যন্ত ইজারাযোগ্য বদ্ধ শ্রেণির জলমহালসমূহ ১৪৩২-১৪৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে সাধারণ আবেদনে ম্যানুয়ালি ইজারা প্রদান করা হবে। আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমবায় সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকগণকে নিম্নবর্ণিত সময়সূচি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ইজারার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো উপযুক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

সময়সূচি

ইজারা কার্যক্রম	আবেদন ফরম বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	আবেদন দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র উন্মুক্তকরণ
২য় পর্যায়	০৮ এপ্রিল ২০২৫ হতে ১৫ এপ্রিল ২০২৫ (২৫ চৈত্র ১৪৩১ হতে ০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত	১৫ এপ্রিল ২০২৫ (০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (সকাল ৯:০০ টা হতে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত)	১৫ এপ্রিল ২০২৫ দুপুর ২:০০ টা
৩য় পর্যায়	১৬ এপ্রিল ২০২৫ হতে ২০ এপ্রিল ২০২৫ (০৩ বৈশাখ ১৪৩২ হতে ০৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত	২১ এপ্রিল ২০২৫ (০৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (সকাল ৯:০০ টা হতে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত)	২১ এপ্রিল ২০২৫ দুপুর ২:০০ টা
৪র্থ পর্যায়	২২ এপ্রিল ২০২৫ হতে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ (০৯ বৈশাখ ১৪৩২ হতে ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত	২৮ এপ্রিল ২০২৫ (১৫ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (সকাল ৯:০০ টা হতে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত)	২৮ এপ্রিল ২০২৫ দুপুর ২:০০ টা

২। উপর্যুক্ত সময়সূচি অনুযায়ী ২য় পর্যায়ে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হতে আবেদন পাওয়া না গেলে বা অন্য কোন কারণে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হলে ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ক্রমে আবেদন গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে পুনরায় ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ/প্রচার করা হবে না।

৩। ইজারার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৪। আবেদন ফরম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আখাউড়া ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), আখাউড়া এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা যাবে। ধার্যকৃত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৪৩২-১৪৩৪ বঙ্গাব্দে ইজারাযোগ্য জলমহালসমূহঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	জলমহালের নাম	মৌজা	আয়তন (একর)	দাগ নং	প্রস্তাবিত সরকারি ইজারা মূল্য
০১	মনিয়ন্দ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	টান মান্দাইল দক্ষিণ পাড়া (মসজিদ সংলগ্ন)	মনিয়ন্দ	০.৫৩	২০৬,২০৭	৬,৫৭১/-
০২	আখাউড়া সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস	আখাউড়া বড় বাজার খাস পুকুর	রাধানগর	১.২০	০৯	৩৬,৭৫০/-
০৩	মোগড়া ইউনিয়ন অফিস	গঙ্গানগর খাস পুকুর	গঙ্গানগর	২.৩৪	৩৩৫	১৭,৬৫০/-
০৪		মোগড়া বাজার খাস পুকুর	মোগড়া	০.৬৬	২১৩	৩৪,৭২৯/-

CamScanner

নিয়মাবলীঃ

০১। অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে ম্যানুয়ালি আবেদন দাখিল করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আখাউড়া বরাবর ৫০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার (যে কোন তফসিলি ব্যাংক) মূলে (অফেরতযোগ্য) দাখিল সাপেক্ষে আবেদন ফরম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আখাউড়া, এবং উপজেলা ভূমি অফিস, আখাউড়া হতে ক্রয় করা যাবে। আবেদন ফরমের সমুদয় কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

০২।আবেদনকারী কর্তৃক জলমহালটি সরেজমিন পরিদর্শন করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন দাখিল বা ইজারা প্রাপ্তির পর জলমহালের আকার/আয়তন/কোন অংশ ভরাট হয়ে গেছে মর্মে কোন প্রশ্ন বা দাবি উত্থাপন করা যাবে না। করলে তা সর্বদা অগ্রাহ্য হবে।

০৩। যে সকল জলমহালের উপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। এছাড়া কোন জলমহাল নিয়ে বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে তা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সর্বশেষ অবস্থা/আরজির অনুলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।অন্যথায় কোন নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা নেই মর্মে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

০৪। জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য শর্তাদি www.akhaura.brahmanbaria.gov.bd ওয়েবসাইটে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

০৫।বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক জলমহাল ইজারার জন্য উদ্ধৃত দরের ২০% (শতকরা বিশ টাকা) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আখাউড়া'র অনুকূলে জামানত হিসেবে ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলগালাকৃত মুখবন্ধ খামে এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত খামের উপরিভাগে '............... জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির আবেদন' স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পাশে আবেদনকারী সমিতির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।

০৬। জলমহাল ইজারা সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ হতে জানা যাবে এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাদি প্রযোজ্য হবে।

০৭। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

০৭/০৪/২০২৫

গাজালা পারভীন রুহি
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ই-মেইল-unoakhaura@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪২.১২৩৩.০০২.৩০.০১২.২৪-৫০২/১

তারিখঃ ২৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে):-

০১. জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
০২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৩. রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৪. উপজেলা .... কর্মকর্তা ও সদস্য, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দরপত্র খোলার দিন উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫. চেয়ারম্যান.................................... ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৬. জনাব .... সভাপতি/ সম্পাদক............................ যুব/ মৎস্যজীবী/ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৭. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা .... ইউনিয়ন ভূমি অফিস, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বিজ্ঞপ্তিটি তার ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন এলাকায় মাইকিং, ঢোল-সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
০৮. নোটিশ বোর্ড/ অফিস কপি।

০৭.০৪.২৫

মোঃ ফয়সল উদ্দিন
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

CS CamScanner

২০ একর পর্যন্ত জলমহাল ইজারায় দরখাস্ত আহ্বানের শর্তাবলী:

১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুন ২০০৯ইং তারিখের ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ (জল)/০২/২০০৯-১৯১/১(৬০০)নং স্মারকে প্রচলিত নীতিমালার আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে জলমহালসমূহ ইজারা প্রদান করা হবে।

২। ইজারার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৩। নির্দিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি বা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যে কোন সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন; কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতি/সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

৪। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেন না।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৬। আবেদনকারী সমবায় সমিতি/সংগঠন বর্তমানে কার্যকর থাকলে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে ও বিগত ০২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির/সংগঠনের ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

৭। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন তাদের সদস্যদের নামের তালিকা(ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করতে হবে এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীতে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহালের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এই নীতিতে সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।

৮। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সরকারি জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৯। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯-এ উল্লিখিত সংস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিকে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ও মৎস্যচাষ/ উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী, সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

১১। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই-বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধ খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

১২। উপজেলা নির্বাহী কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদনকারী তার আবেদনের সঙ্গে দাখিল করবেন। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয়/ফেরত প্রদান করা হবে। এছাড়া লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

১৩। জমাকৃত আবেদনপত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাছাই করবেন এবং উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটি মাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সে সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

১৪। সময়মতো লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহাল লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি / সংগঠন দুইটির অধিক জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত পাবে না।

১৬। সরকারি সর্বশেষ নির্দেশমতে উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের উপর ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হারে ভ্যাট ইজারা মূল্যের সাথে জমা দিতে হবে।

১৭। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্তের পর ইজারাগ্রহীতা সরকারি ইজারামূল্য, আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের পর সরকার বরাবরে চুক্তি সম্পাদন করে জলমহালের দখল বুঝে নিতে হবে। দখল বুঝে না নিয়ে জলমহালে প্রবেশ করা যাবে না। তাছাড়া চুক্তি সম্পাদন না হওয়ার কারণে দখল প্রদান বিলম্ব হলে ইজারা গ্রহীতাই দায়ী থাকবেন এবং বিলম্বে দখল পাওয়ার কারণে ইজারা গ্রহীতা পরবর্তীতে কোন প্রতিকার পাবেন না।

১৮। ৬নং রেজিস্টার ও বিজ্ঞপ্তির তফসিল মতে জলমহালের ইজারা প্রদান করা হবে। আবেদন দাখিলের পূর্বে আবেদনকারীকে জলমহালের সরেজমিনে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত হতে হবে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন ওজর আপত্তি করা যাবে না।

১৯। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে

CamScanner

দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি/জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

২০। যেহেতু বদ্ধ শ্রেণীর জলমহালসমূহ পাইলপ্রথায় তিন বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়, সেহেতু দেশের মৎস্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা গ্রহণকৃত জলমহালে ১ম এবং ২য় বৎসর মৎস্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং মৎস্য আহরণ করা যাবে না ও মা মাছ নিধন করা যাবে না।

২১। মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির স্বার্থে মৎস্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলমহালে মৎস্য চাষের জন্য উন্নয়ন কাজ করা যাবে। তবে জলমহালের শ্রেণি পরিবর্তন কিংবা জলমহালের ক্ষতিসাধিত হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না।

২২। বছরের যে সময়ই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন ইজারা মেয়াদ বছরের ১লা বৈশাখ হতেই কার্যকর হবে এবং এ কারণে ইজারা গ্রহীতা ভবিষ্যতে কোনরূপ সুবিধা দাবী করতে পারবেন না।

২৩। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

২৪। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ন্যস্ত হবে।

২৫। যেহেতু তিন বছর মেয়াদে জলমহাল সমূহ ইজারা প্রদান করা হবে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য দাখিলকৃত দরপত্রে উদ্ধৃত তিন বছরের ইজারামূল্য সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ মোতাবেক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ইজারা গ্রহীতাকে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

২৬। প্রতি বছর মেয়াদ আরম্ভের পূর্বেই ১৫ চৈত্রের মধ্যে সে বছরের ইজারামূল্য পরিশোধ করতে হবে। ব্যর্থতায় প্রদত্ত ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করতে পারবেন এবং জামানতকৃত অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

২৭। জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলো ব্যবস্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৮। জলমহাল ইজারার বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল বিধি বিধান / আইন কানুন ইজারা গ্রহীতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

২৯। ইজারা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩০। কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতীত কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৩১। অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাস কালেকশনের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

৩৩। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

<u>অনলাইনে আবেদন দাখিলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিঃ</u>

১। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমবায় সংগঠন/সমিতির নাম ও ঠিকানা;

২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন) এর সত্যায়িত কপি;

৩। সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র;

৪। মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র (এফআইডি) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৫। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণী;

৬। নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ);

৭। জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা;

৮। ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (ব্যাংক রুলস্ অনুসারে);

৯। অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১০। টিআইএন নম্বর (যদি থাকে উপর্যুক্ত কর্তৃকপক্ষের প্রত্যয়নসহ সংযোজন করতে হবে);

১১। ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকলে কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনা;

১২। সভাপতি/সম্পাদক ও উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

১৩। মৎস্যজীবী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র;

১৪। আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

১৫। আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে মর্মে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

১৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রদেয় জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার;

০৭.০৪.২৫

মোঃ ফয়সল উদ্দিন
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

CS CamScanner